



12527 - সাহু সজিদার কারণসমূহ

প্রশ্ন

মুসল্লীকে কখন নামাযে সাহু সজিদাহ দিতে হবে?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

উত্তরে সারাংশ: নামাযে সাহু সজিদাহর কারণ তিনটি। যথা: বৃদ্ধি, কমতি ও সন্দেহে। যদি মুসল্লী কোনও ওয়াজবি ছেড়ে দিয়ে অথবা রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহে ভুগেন এবং সন্দেহের দুইপ্রান্তরে কোনোটিকে তার কাছে প্রাধান্য না পায় তাহলে তাকে সালামের আগে সাহু সজিদাহ দিতে হবে। আর যদি নামাযে কোন কিছু বাড়তি করনে কিংবা সন্দেহে করনে এবং সন্দেহের প্রান্তদ্বয়ের কোন একটি তার কাছে প্রাধান্য পায় তাহলে সালামের পরে সাহু সজিদাহ দিতে হবে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: সাহু সজিদার বধিবিদ্ধতা

বান্দাদরে প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনরে অন্যতম সৌন্দর্যেরে নদির্শন হল তাদরে ইবাদতে যে ঘটতি প্রবশে করে তা পূরণেরে বধিান তিনি প্রদান করছেন, যে ঘটতি থেকে তারা পুরোপুরি বঁচে থাকতে পারে না। সটো নফল ইবাদতেরে মাধ্যমে কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে কিংবা অনুরূপ কিছু মাধ্যমে।

বান্দাদরে নামাযে আপততি ঘটতি পূরণেরে জন্য আল্লাহ তার বান্দাদরেককে সাহু সজিদার বধিান দিয়েছেন। তবে এই বধিান আরোপ করা হয়েছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়েরে ক্ষতিপূরণেরে জন্য। সকল কিছুর ক্ষতি সাহু সজিদা পূরণ করবে না কিংবা সব কিছুর জন্য সাহু সজিদা দয়ার বধিান নই।

দুই: সাহু সজিদার কারণসমূহ

সাহু সজিদার কারণসমূহেরে ব্যাপারে শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন:



সাকুল্যে নামাযে সাহু সজিদার কারণ তিনটি:

১. বৃদ্ধি

২. কমতি

৩. সন্দেহ

বৃদ্ধির উদাহরণ হলো: কউে একটা রুকু, একটা সজিদা, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা বৃদ্ধিকরা।

কমতির উদাহরণ হলো: কউে নামাযে কোন একটা রোকন বা নামাযে কোন একটা ওয়াজবি কম করা।

সন্দেহের উদাহরণ হলো: কোন ব্যক্তি নামাযে সংখ্যা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাওয়া; যমেন সবে কতিনি রাকাত পড়ছে; নাকি চার রাকাত।

তনি: নামাযে বৃদ্ধির কিছু রূপ

নামাযে একজন মানুষ যদি একটা রুকু, একটা সজিদা, একটা দাঁড়ানো বা একটা বসা ইচ্ছা করে বৃদ্ধিকরে— তাহলে তার নামায বাতলি হয়ে যাবে। কারণ সবে নামাযে কিছু বৃদ্ধিকরার অর্থ হলো আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুলের নরিদশেতি পদ্ধতির ভিন্ন পদ্ধতিতে নামায পড়া। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যা আমাদের নরিদশেনার ভিত্তিতে নয়— তা প্রত্যাখ্যাত।”[সহীহ মুসলিম (১৭১৮)]

আর যদি ভুলবশতঃ বৃদ্ধিকরে তাহলে নামায বাতলি হবে না। কনিতু সালামের পর সাহু সজিদা দিতে হবে। এর পক্ষে দলীল হলো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস; যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকিলেরে দুই নামাযে কোনও এক নামাযে, সটো যোহর কথিবা আসর, দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফেলেন। তারা (সাহাবীরা) যখন বিষয়টি তাঁকে জানাল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাকি নামায পড়ে সালাম ফরোলেন। সালামের পর তনি দুটি সজিদা দলিনে।[হাদীসটি বুখারী (৪৮২) ও মুসলিম (৫৭৩) বর্ণনা করছেন]।

আরও একটি দলীল হল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তনি বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়ালেন। নামায শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল: ‘নামাযে কী বৃদ্ধিকরা হয়েছে?’ তনি বললেন: “এ প্রশ্ন কেন?” তারা বলল: আপনি পাঁচ রাকাত নামায পড়ছেন। তনি তখন তার দুই পা ঘুরিয়ে কবিলামুখী হলেন এবং দুটি সজিদা দলিনে।[হাদীসটি বুখারী (৪০৪) ও মুসলিম (৫৭২)]



চার: নামাযে কমতরি কছি রূপ

আর কমতহিলো: যদি কউে নামাযেরে কোনে একটা রোকন কমায় এক্ষত্রে তার অবস্থা হতে পারে পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনের স্থানে পটৌছানোর আগতে তার স্মরণ পড়বে। তখন তার উপর আবশ্যক হল ঐ রোকনে ফরিতে এসে সটো থেকে পরবর্তী আমলগুলো সম্পন্ন করা।

আর যদি পরবর্তী রাকাতে ঐ রোকনের স্থানে পটৌছার পর মনে পড়ে তাহলে দ্বিতীয় রাকাতটি আগরে রোকন ত্যাগকৃত রাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর ঐ রাকাতের বদলে অন্য একটা রাকাত পড়ে নবিলে। এ দুটো অবস্থাতেই সালামের পরে তাকে সাহু সজিদাহ দিতে হবে।

এর উদাহরণ হলো: এক ব্যক্তি প্রথম রাকাতের প্রথম সজিদা দেওয়ার পর দাঁড়িয়ে গেলে, আর বসল না এবং দ্বিতীয় সজিদাও দিল না। যখন ক্বরোত শুরু করল তখন তার মনে পড়ল যে সে সজিদাহ দেনি এবং দুই সজিদার মাঝে বসেনি। তখন সে ফরিতে গিয়ে দুই সজিদার মাঝে বসবে, তারপর (দ্বিতীয়) সজিদাহ দবিলে, তারপর দাঁড়িয়ে নামাযের বাকটুকু শেষ করবে। নামাযের সালাম ফরোনের পর সাহু সজিদাহ দবিলে।

আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে ঐ স্থানে পটৌছানোর আগতে মনে পড়েনি তার উদাহরণ হলো: সে প্রথম রাকাতে প্রথম সজিদাহ থেকে দাঁড়িয়ে গেলে, দ্বিতীয় সজিদাহ দিল না এবং দুই সজিদার মাঝে বসল না। তবে দ্বিতীয় রাকাতে দুই সজিদার মাঝে বসার আগ পর্যন্ত বিষয়টা তার মনে পড়ল না। এমন অবস্থায় তার দ্বিতীয় রাকাতটাই হয়ে যাবে প্রথম রাকাত। সে নামাযে এক রাকাত বৃদ্ধি করে সালাম ফরিয়ে তারপর সাহু সজিদাহ দবিলে।

নামাযে ওয়াজবিরে কমতরি: কউে যদি একটা ওয়াজবি আদায় না করে পরবর্তী স্থানে চলে যায়, যমেন: **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) বলতে ভুলে যায় এবং সজিদা থেকে মাথা তুলে ফেলার আগতে তার মনে না পড়ে; তাহলে সে ভুলবশতঃ নামাযেরে একটা ওয়াজবি ত্যাগ করল। এমতাবস্থায় সে নামায চালিয়ে যাবে এবং সালাম ফরোনের আগতে সাহু সজিদাহ দবিলে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম বঠেক ছড়ে দেওয়ার পরও নামায চালিয়ে গিয়েছিলেন বঠেকে ফরিতে আসেননি। সালাম ফরোনের আগতে তিনি সাহু সজিদাহ দিয়েছিলেন।

পাঁচ: নামাযে সন্দহেরে কছি রূপ

সন্দহে হলো বৃদ্ধি ও কমতরি মাঝে দ্বিধা। যমেন: কউে যদি দ্বিধায় পড়ে যায় হয় যে সে কতিনি রাকাত নামায পড়ছে; নাকি চার রাকাত। এক্ষত্রে তার দুই অবস্থা:

হয়তো তার কাছে দুটির একটি প্রাধান্য পাবে: কমতরি বা বৃদ্ধি; তাহলে তার কাছে যেটো প্রাধান্য পয়েছে সেটোর উপর ভিত্তি



করে সে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফরোনের পর সাহু সজিদাহ দবিবে।

নতুবা তার কাছে দুটরি কোনোটো প্রাধান্য পাবে না। তখন তার যতটুকুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে তথা কম সংখ্যা, ততটুকু ধরে নিয়ে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম ফরোনের আগে সাহু সজিদাহ দবিবে।

যমেন: এক লোক যোহর পড়ছিল। তার সন্দেহে হল সে কি তৃতীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? তার মনে প্রাধান্য পলে যে এটা তৃতীয় রাকাত। সে আরকে রাকাত পড়ে সালাম ফরিববে। তারপর সাহু সজিদাহ দবিবে।

আর যে ক্ষেত্রে সন্দেহে দুটো দিক সমান সটোর উদাহরণ হলো: এক লোক যোহর নামায পড়ছিল। তার সন্দেহে হল যে সে কি তৃতীয় রাকাতে আছে; নাকি চতুর্থ রাকাতে? তৃতীয় নাকি চতুর্থ এর কোনোটো তার কাছে প্রাধান্য পলে না। এমতাবস্থায় সে একীনের উপর নির্ভর করবে। একীন হলো কমটাকে ধরা। তথা সে সটোকে তৃতীয় রাকাত হিসেবে গণ্য করবে। তারপর আরকে রাকাত পড়বে এবং সালাম ফরোনের আগে সাহু সজিদাহ দবিবে।

ছয়: সাহু সজিদার স্থান

পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ফুটে উঠল যে সাহু সজিদাহ সালামের আগে দিতে হয়; যদি কোনো ওয়াজবি ত্যাগ করে অথবা রাকাত-সংখ্যা নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায় এবং তার কাছে কোনো দিক প্রাধান্য না পায়।

আর সালামের পরে দিতে হয়; যদি সে নামাযে কোন কিছু বৃদ্ধি করে অথবা সন্দেহে পতিত হয়, তবে সন্দেহের কোন একটা দিক তার কাছে প্রাধান্য পায়।

দখুন: [মাজমু ফাতায়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৪/১৪-১৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।